অনুশীলন বই

বাংলা

তৃতীয় শ্রেণি

অনুশীলন বই

বাংলা

তৃতীয় শ্রেণি

আমার ছবি

আমার পরিচয়

আমার নাম	:	....
শ্রেণি	:	....
রোল নম্বর	:	....
শাখা	:	....
দল	:	....

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২২

সার্বিক পরিকল্পনা
বাংলাদেশ কোভিড–১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স প্রজেক্ট
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহায়তায়
বিশ্বব্যাংক, জিপিই, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
এক্সপ্রেশনস লিমিটেড

মুদ্রণে
ইন্টারগ্রাফিক লিমিটেড

অনুশীলন বই ব্যবহারের নির্দেশনা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করেই এই অনুশীলন বইটি তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পাঠের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অনুশীলন বইয়ে ৯টি বিষয়বস্তু আছে। এই বিষয়বস্তু বা পাঠগুলো ৩য় শ্রেণির পাঠ্যবই থেকেই নেওয়া হয়েছে। পাঠগুলোকে কখনো কখনো সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। সহজ শব্দে বিষয়বস্তুকে সাজানো হয়েছে। শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনের সুযোগও রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ে দেওয়া ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের সহায়ক কাজের মতো করে অনুশীলন কাজ রাখা হয়েছে। যেমন– বর্ণ পড়া ও লেখা, যুক্তবর্ণ, বিরামচিহ্নের ব্যবহার, পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য তৈরি করে লেখা ও পড়া, বিপরীত শব্দ, প্রশ্নের উত্তর লেখা ও পড়া এবং ছবি দেখে বাক্য লেখা। এর উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষার্থীরা যেন আনন্দ নিয়ে শিখতে পারে এবং শিক্ষার্থীর ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এই অনুশীলন বইটি ব্যবহারের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকগণের সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করবেন –

- শিক্ষক এই অনুশীলন বইটি শিক্ষার্থীকে দেওয়ার আগে অভিভাবকগণকে অবহিত করবেন;
- শ্রেণিতে যে বিষয়বস্তু (গল্প, কবিতা ইত্যাদি) পড়ানো হচ্ছে তার সাথে মিল রেখে অনুশীলন বইয়ের কাজ শিক্ষার্থীদের নির্ধারণ করে দিবেন;
- যদি কোনো শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি বেশি পরিলক্ষিত হয় এবং বর্তমান শ্রেণি শিখন শেখানো কাজে সাবলীলভাবে অংশগ্রহণে তার জন্য অসুবিধা হয়, তাহলে শিক্ষক তাকে ঐ পাঠের সাথে মিল রেখে পূর্ববর্তী শ্রেণির অনুশীলন বইয়ের কাজগুলো করতে দিবেন;
- অনুশীলন বইয়ে প্রদত্ত কাজগুলো করার জন্য পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন;
- প্রয়োজনে নিজের বাড়িতে বা বাড়ির পাশে উপরের শ্রেণিতে পড়ে এমন ছাত্র–ছাত্রীদের সাহায্য নিয়ে কাজগুলো করার পরামর্শ দিবেন;
- শিক্ষার্থীকে কাজ শেষে অনুশীলন বইটি ব্যাগে রাখতে এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবেন;
- সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী যেন অনুশীলন বইটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারে সেই ব্যবস্থা করবেন।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১.	ছবি দেখে লেখা	১
২.	আমার কথা	২
৩.	শান্তা ও ২১শে ফেব্রুয়ারি	৩
৪.	ভাষাশহিদদের কথা	৪
৫.	পাখিদের কথা	১১
৬.	কুঁজো বুড়ির গল্প	১৯
৭.	আমার পণ	২৪
৮.	রাজা ও তাঁর তিন কন্যা	২৯
৯.	আমাদের গ্রাম	৩৫

ছবি দেখে লেখা

ছবি দেখি, ছবি নিয়ে ভাবি ও লিখি।

গ্রামের মেলা

বাবার সাথে ভাই–বোন মেলায় যাচ্ছে

বাবার সাথে ভাই–বোন

আমার কথা

পড়ি।

আমি প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠি। দাঁত মাজি, মা–বাবার কথা শুনি। শিক্ষকদের আদেশ মেনে চলি। বড়দের কথা মেনে চলি। ভাই–বোন সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকি, কারো সঙ্গে ঝগড়া করি না। মন দিয়ে লেখাপড়া করি। সত্য কথা বলি, মিথ্যা কথা বলি না। কারো দুঃখ দেখে হাসি না। সকলের সুখে সুখি হই।

১. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই ও খালি জায়গায় যেমন আছে লিখি।

শিক্ষক	ক্ষ	→	ক	ষ	
		→			
সঙ্গে	ঙ্গ	→	ঙ	গ	
		→			
সত্য	ত্য	→	ত	্য	য–ফলা
		→			

২. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাম দিকের শব্দের সঙ্গে দাগ টেনে মিলাই।

ছেলে	বড়
ছোট	মেয়ে
সত্য	গরম
শীত	মিথ্যা

শান্তা ও ২১শে ফেব্রুয়ারি

পড়ি।

২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল বেলা। শান্তা বাবার সাথে শহিদ মিনারে যাবে। ফুল নিয়েছে। শহিদ মিনারে ফুল দিবে।

বাবার সাথে শান্তা পায়ে হেঁটে শহিদ মিনারে রওনা দিল। আরও অনেকেই শহিদ মিনারে যাচ্ছে। সকলের হাতে ফুল। ভাষাশহিদদের ভালোবাসা জানাতে এই ফুল।

শহিদ মিনারে পৌঁছে শান্তার মন শ্রদ্ধায় ভরে গেল। ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে এদেশের মানুষ। রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য গর্বে বুক ভরে গেল।

১. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই ও খালি জায়গায় যেমন আছে লিখি।

রাস্তা	স্ত	→	স	ত		
		→				
শ্রদ্ধা	দ্ধ	→	দ	ধ		
		→				
রাষ্ট্রভাষা	ষ্ট্র	→	ষ	ট	্	র–ফলা
		→				

২. উত্তর লিখি।

ক) শান্তা কার সাথে শহিদ মিনারে যাবে?

উত্তর : ____________________

খ) শান্তার বুক গর্বে ভরে গেল কেন?

উত্তর : ____________________

ভাষাশহিদদের কথা

পড়ি ও নতুন শব্দের নিচে পেনসিল দিয়ে দাগ দিই।

ফাল্গুন মাস। ১৯৫২ সাল। ২১শে ফেব্রুয়ারি। গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়েছে। কিছু কিছু গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে। পলাশ ফুল ফুটেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। চারদিকে থমথমে ভাব। পাকিস্তান সরকার চায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে। কিন্তু ছাত্র জনতা তা মানবে না। তারা মিছিল করবে। প্রয়োজনে তারা জীবন দেবে। মায়ের ভাষার দাবি ছাড়বে না।

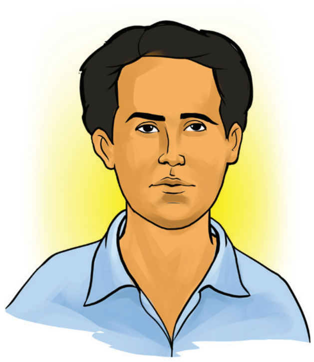

রফিক

মিছিল বের হলো। পুলিশ গুলি করল। গুলিতে নিহত হলেন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা অনেকে। তাঁরা আমাদের ভাষাশহিদ।

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই।

শব্দ	অর্থ
থমথমে	ভয় ভয় ভাব
মিছিল	শোভাযাত্রা
রাষ্ট্রভাষা	দেশের ভাষা

২. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাম দিকের শব্দের সংগে দাগ টেনে মিলাই।

নতুন	মরণ
জীবন	পুরাতন
জানা	কম
অনেক	অজানা

৩. শব্দের পাশাপাশি বিপরীত শব্দ লিখি।

শব্দ		বিপরীত শব্দ
নতুন	–	
জীবন	–	
জানা	–	
অনেক	–	

৪. শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে লিখি ও পড়ি।

থমথমে – ______________________

মিছিল – ______________________

রাষ্ট্রভাষা – ______________________

নতুন – ______________________

জীবন – ______________________

অনেক – ______________________

৫. প্রশ্নের উত্তর লিখি ও পড়ি।

ক) আমাদের ভাষাশহিদ কারা?

উত্তর: ______________________

খ) পাকিস্তান সরকার কী চেয়েছিল?

উত্তর: ______________________

পড়ি।

আবুল বরকত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ওই দিন তিনি যোগ দিয়েছিলেন মিছিলে। পুলিশ মিছিলে গুলি করল। গুলি এসে লাগলো তাঁর গায়ে। বন্ধুরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করালেন। রাতেই তিনি মারা গেলেন।

আবুল বরকত

৬. নতুন শব্দগুলো লিখি ও পড়ি।

____

____

৭. প্রশ্নের উত্তর লিখি ও পড়ি।

ক) কত তারিখে আবুল বরকত শহিদ হন?

উত্তর : ______________________________

খ) আবুল বরকত কোথায় পড়ালেখা করতেন?

উত্তর : ______________________________

গ) আবুল বরকত কখন মারা গেলেন?

উত্তর : ______________________________

৮. পাঠের অংশটি দেখে দেখে লিখি।

পড়ি ও নতুন শব্দের নিচে পেনসিল দিয়ে দাগ দিই।

আবদুল জব্বার। ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে তাঁর বাড়ি। গরিব পরিবারের সন্তান। লেখাপড়া তেমন করতে পারেন নি। বিদেশে গিয়েছিলেন চাকরি নিয়ে। অনেক দিন পর দেশে আসেন। ঢাকা এসেছিলেন অসুস্থ শাশুড়ির চিকিৎসার জন্য। ভাষার জন্য তারও প্রাণ কেঁদেছিল। তিনিও মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। পুলিশের গুলি এসে লেগেছিল তাঁর শরীরে। তিনিও মারা যান।

আবদুল জব্বার

আরেক শহিদের নাম আবদুস সালাম। ফেনী জেলায় তাঁর বাড়ি। তিনি ঢাকায় চাকরি করতেন। ভাষার টানে তিনিও মিছিলে গেলেন। পুলিশের গুলি তাঁরও প্রাণ কেড়ে নিল।

এই ভাষাশহিদেরা জীবন দিয়ে বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষা করেছেন। তাঁদের আত্মত্যাগের ফলে বাংলা আজ রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। তাঁরা অমর। আমরা কখনো তাঁদের ভুলব না।

আবদুস সালাম

৯. বিপরীত শব্দ জেনে নিই ও পাশের শব্দের সাথে বিপরীত শব্দ লিখি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
গরিব	ধনী
অসুস্থ	সুস্থ
সম্মান	অসম্মান

শব্দ	বিপরীত শব্দ
সম্মান	
গরিব	
অসুস্থ	

১০. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও খালি জায়গায় শব্দ ও অর্থ লিখি।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
বেপরোয়া	ভয়হীন		
মায়ের ভাষা	যে ভাষায় কথা বলি		
দাবি	অধিকার		
ভাষাশহিদ	ভাষার জন্য যারা জীবন দিয়েছিল		
জীবন	প্রাণ		

১১. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

থমথমে	বেপরোয়া	মায়ের ভাষা	ভাষাশহিদ	মিছিলে	জীবন

ক) প্রয়োজনে তারা ______________ দিবে।

খ) তরুণেরা সবাই ______________ বেরিয়েছে।

গ) টগবগে তরুণরা ______________।

ঘ) বাংলা আমার ______________।

ঙ) আবুল বরকত একজন ______________।

১২. প্রশ্নের উত্তর লিখি ও পড়ি।

ক) আবদুল জব্বার কেন ঢাকায় এসেছিলেন?

উত্তর : ____

খ) পাকিস্তান সরকার কী চেয়েছিল?

উত্তর : ____

গ) আবদুস সালামের বাড়ি কোথায় ছিল?

উত্তর : ____

১৩. ছবি দেখে তিনটি বাক্য লিখি।

ক) ____

খ) ____

গ) ____

পাখিদের কথা

পড়ি ও নতুন শব্দের নিচে পেনসিল দিয়ে দাগ দিই।

রোজ সকালে নানা রকম পাখির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙে। ওরা নানা সুরে ডাকাডাকি করে। তাতে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। পাখি আমাদের অনেক উপকার করে। পরিবেশ রক্ষা করে। তারা আমাদের প্রতিবেশীর মতো। পাখি আমাদের বন্ধু ।

কোকিল

আমাদের চেনা পাখি কোকিল। এদের রঙও কালো। তবে কালোর উপরে উজ্জ্বল নীল রঙের পোঁচ দেওয়া। ঠোঁট সবুজ ও বাঁকানো। চোখের রঙ টকটকে লাল। লম্বা লেজ আছে। কোকিল ডাকে উঁচু ও সুরেলা কণ্ঠে। কুউ–উ–উ, কুউ–উ–উ ডাক ঠিক গানের মতো মিষ্টি। কোকিল বসন্তকালে ডাকে।

টিয়া সবুজ রঙের পাখি। সবুজ তার ডানা ও লম্বা লেজ। বাঁকানো ঠোঁট টুকটুকে লাল আর খুব শক্ত। গলায় আছে লাল ও কালো রঙের দাগ। তারা ঝাঁক বেঁধে চলে। টিয়াও পোষ মানে। মানুষের শেখানো কথা চমৎকার করে বলতে পারে।

টিয়া

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও নিচের খালি জায়গায় লিখি।

শব্দ	অর্থ
প্রতিবেশী	কাছাকাছি বাস করে যারা
প্রতিবেশী	
পোঁচ	মাখানো
পোঁচ	

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রতিবেশী চেনা লম্বা

ক) জাহেদ আমাদের ________________।

খ) আমাদের ________________ পাখি কোকিল।

গ) কোকিলের আছে ________________ লেজ।

৩. প্রশ্নের উত্তর লিখি ও পড়ি।

ক) কোকিলের রঙ কী?

উত্তর : ________________________________

খ) টিয়া কোন রঙের পাখি?

উত্তর : ________________________________

গ) কোন পাখি মানুষের শেখানো কথা বলতে পারে?

উত্তর : ________________________________

৪. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

উজ্জ্বল	জ্জ্ব	→	জ	জ	ব
লম্বা	ম্বা	→	ম	ব	
শক্ত	ক্ত	→	ক	ত	
মিষ্টি	ষ্ট	→	ষ	ট	

৫. যুক্তবর্ণগুলো ভেঙ্গে লিখি।

সমুজ্জ্বল	জ্জ্ব	→	জ	জ	ব
		→			
কষ্ট	ষ্ট	→	ষ	ট	
		→			
ভক্ত	ক্ত	→	ক	ত	
		→			
সম্বল	ম্ব	→	ম	ব	
		→			

পড়ি ও নতুন শব্দের নিচে পেনসিল দিয়ে দাগ দিই।

দোয়েল

ছোট পাখি দোয়েল। দেশের সব জায়গায় দেখা যায় এদের। ঝোপে ঝাড়ে, গাছের কোটরে দালানের ফাঁকে–ফোকরে থাকে। দোয়েলের মতো মিষ্টি গান গাইতে পারে খুব কম পাখি । নরম সুরে শিস দেয়। সাদা–কালোয় সাজানো তার পালকের পোশাক। ডানার উপরে চওড়া দাগ টানা। এর লেজ বেশ লম্বা। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি।

মাছরাঙা একটি সুন্দর পাখি। এর মাথা, ঘাড়, পেট ও পিঠের রং গাঢ় বাদামি। খয়েরি রঙেরও হয়। চিবুক, গলা ও বুকে থাকে নানা রং। ডানার পালক উজ্জ্বল নীল। পানিতে ঝাঁপ দিয়ে এরা দুই ঠোঁটে মাছ তুলে আনে।

মাছরাঙা

৬. ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঝাড়ে	সুন্দর	উজ্জ্বল

ক) দোয়েল থাকে ঝোপে ________________।

খ) মাছরাঙা একটি ________________ পাখি।

গ) মাছরাঙার ডানার পালক ________________।

৭. উত্তর লিখি।

ক) নরম সুরে শিস দেয় কোন পাখি?

উত্তর : ________________________________

খ) আমাদের জাতীয় পাখির নাম কী?

উত্তর : ________________________________

গ) পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মাছ তুলে আনে কোন পাখি?

উত্তর : ________________________________

৮. বাক্যগুলো পড়ি। ঠিক জায়গায় দাঁড়ি ও প্রশ্ন চিহ্ন বসাই।

ক) তোমার নাম কী [?]

খ) আমি অনেক পাখি দেখেছি [ ]

গ) তুমি কী কী পাখি দেখেছ [ ]

ঘ) তুমি কীভাবে আসবে [ ]

ঙ) দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি [ ]

প্রশ্নচিহ্ন বাক্য কিছু জানার ইচ্ছা বোঝায়। এগুলোকে বলে প্রশ্নবাক্য। এ ধরনের বাক্যের শেষে প্রশ্ন (?) চিহ্ন বসে।

৯. ছবি দেখে পাখি সম্পর্কে দুটি করে বাক্য লিখি।

মূল্যায়ন পর্ব–১

নাম :__________ শ্রেণি :________ রোল নং :______ শাখা :________

১. শব্দগুলোর অর্থ লিখি।

শব্দ	অর্থ
থমথমে	
রাষ্ট্রভাষা	
প্রতিবেশী	
পোঁচ	

২.নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

মিছিল:____________________

শক্ত :____________________

পালক:____________________

ভাষাশহিদ :____________________

জীবন:____________________

৩. যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো ভেঙ্গে লিখি।

শক্ত	ক্ত	→			
উজ্জ্বল	জ্জ্ব	→			
সুন্দর	ন্দ	→			

লম্বা	ম্ব	→		
নষ্ট	ষ্ট	→		

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ক) তিনজন ভাষাশহিদের নাম লিখি

উত্তর : ____________________

খ) কোন সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল?

উত্তর : ____________________

গ) আবুল বরকত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন?

উত্তর : ____________________

ঘ) কোন পাখি মানুষের শেখানো কথা বলতে পারে?

উত্তর : ____________________

ঙ) কোকিল পাখির রঙ কী?

উত্তর : ____________________

৫. বাক্যগুলো পড়ি। ঠিক জায়গায় দাঁড়ি ও প্রশ্নচিহ্ন বসাই।

ক) তুমি কোথায় যাও ☐

খ) আমি ভাত খেয়েছি ☐

গ) আমাদের জাতীয় পাখির নাম কী ☐

ঘ) ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী ☐

ঙ) সে কীভাবে যাবে ☐

কুঁজো বুড়ির গল্প

পড়ি ও নতুন শব্দের নিচে পেনসিল দিয়ে দাগ দিই।

এক ছিল কুঁজো বুড়ি। বুড়ির ছিল তিনটি কুকুর। রঙ্গা, বঙ্গা আর ভুতু। বুড়ি ঠিক করলেন নাতনির বাড়ি যাবেন। তাই রঙ্গা, বঙ্গা আর ভুতুকে ডাকলেন। বললেন, "তোরা বাড়ি পাহারা দে। আমি নাতনিকে দেখে আসি।" কুকুর তিনটি বলল "আচ্ছা"।

বুড়ি রওয়ানা হলেন। লাঠি ঠুক ঠুক করে কুঁজো বুড়ি চললেন।

খানিক দূরে যেতেই এক শিয়ালের সঙ্গে বুড়ির দেখা। শিয়াল বলল, "আমার খুব খিদে। বুড়ি, তোমাকে আমি খাব।" বুড়ি বুদ্ধি করে বললেন, "আমাকে এখন খেয়ো না। আমার গায়ে কি মাংস আছে? আগে নাতনির বাড়ি যাই। খেয়েদেয়ে মোটাতাজা হয়ে আসি। তখন বরং খেয়ো।" শিয়াল বলল, "ঠিক আছে। তবে তাই যাও, মোটাতাজা হয়ে এসো।"

বুড়ি সামনে এগিয়ে চললেন। তিনি লাঠি ঠুক ঠুক করে যান আর যান।

হঠাৎ এক বাঘ সামনে এসে বলল, "হালুম! বুড়ি, তোমাকে আমি খাব। আমার খুব খিদে পেয়েছে।" বুড়ি দেখেন, এ তো মহা মুশকিল। বাঘকে একই কথা বলেন তিনি। বাঘ দেখল বুড়ির কথা মিছে নয়। বলল, "তবে যাও। কিন্তু ফিরে আসতে হবে, হ্যাঁ"।

আবার কুঁজো বুড়ি পথ চলেন। আস্তে আস্তে লাঠিতে ভর দিয়ে। এক সময় নাতনির বাড়ি পৌঁছে গেলেন বুড়ি। নাতনির বাড়িতে কদিন মজার মজার খাবার খেলেন।

তাতে বুড়ি অনেক মোটা হলেন। বুড়ি মহাচিন্তায় পড়লেন। এবার ফিরবেন কীভাবে? বুড়ি নাতনিকে সব কথা খুলে বললেন। নাতনি বলল, "চিন্তার কিছু নিই। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

নাতনি একটা মস্ত লাউয়ের খোল জোগাড় করল। তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিল বুড়িকে। সঙ্গে দিল কিছু চিঁড়ে আর গুড়। এবার খোলটাকে দিল জোরে এক ধাক্কা। গড়িয়ে চলল সেই লাউয়ের খোল। খোল গড়াতে গড়াতে চলে এলো বাঘের কাছে। বাঘ গর গর করে খোলে দিল এক ধাক্কা। আবার গড়িয়ে চলল লাউয়ের খোল। বুড়ি ছড়া কাটেন–

লাউ গুড় গুড় লাউ গুড় গুড়

চিঁড়ে খায় আর খায় গুড়

বুড়ি গেল অনেক দূর।

এভাবেই বুড়ি শিয়াল এবং বাঘের থেকে বাঁচলেন।

১. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই

সঙ্গো	ঙ্গ	→	ঙ	গ
চিন্তা	ন্ত	→	ন	ত
আচ্ছা	চ্ছ	→	চ	ছ
ধাক্কা	ক্ক	→	ক	ক

২. যুক্তবর্ণগুলো ভেঙ্গে লিখি।

পান্তা		→		
শান্ত		→		
বঙ্গা		→		
ভঙ্গা		→		
আচ্ছা		→		
খাচ্ছে		→		
পাক্কা		→		
ছক্কা		→		

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও পড়ি।

ক) কুঁজো বুড়ির কুকুর তিনটির নাম কী কী?

উত্তর : ____________________

খ) বুড়ি কোথায় যাচ্ছিলেন?

উত্তর : ____________________

গ) বুড়ি শিয়ালকে কী বললেন?

উত্তর : ____________________

ঘ) বুড়ি বাঘকে কী বললেন?

উত্তর : ____________________

ঙ) নাতনি বুড়ির জন্য কী ব্যবস্থা করেছিল?

উত্তর : ____________________

চ) বুড়ি কীভাবে বাঘের থেকে বাঁচলেন?

উত্তর : ____________________

৪. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে লিখি।

ক) কুঁজো বুড়ি বাড়ি পাহারা দিতে কাদের বললেন?

১. দারোয়ানদের ২. পাহারাদারদের

৩. কুকুর তিনটিকে ৪. নাতনিকে

উত্তর : ____________________

খ) বিপদ দেখে বুড়ি শিয়ালকে বলেছিলেন, "আগে নাতনির বাড়ি যাই। খেয়েদেয়ে মোটাতাজা হয়ে আসি।"–এ কথায় বুড়ির কিসের পরিচয় পাওয়া যায়?

১. বুদ্ধির ২. বোকামির

৩. রসিকতার ৪. রাগের

উত্তর : ____________________

গ) নাতনি বুড়িকে লাউয়ের খোলে ঢুকিয়ে সঙ্গে কী কী খাবার দিল?

১. চিঁড়ে আর দই ২. চিঁড়ে আর গুড়

৩. গুড় আর মুড়ি ৪. গুড় আর খই

উত্তর : ____________________

আমার পণ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

পড়ি ও নতুন শব্দের নিচে পেনসিল দিয়ে দাগ দিই।

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।

ভাইবোন সকলেরে যেন ভালোবাসি,
এক সাথে থাকি যেন সবে মিলেমিশি।
ভালো ছেলেদের সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা।

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও খালি ঘরে শব্দ ও অর্থ লিখি।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
গুরুজন	সম্মানীয় ব্যক্তি		
মিলেমিশি	একসাথে		
হেলা	অবহেলা		

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

মিলেমিশি	আদেশ	গুরুজন

ক) বড়দের ______________________ মেনে চলা উচিত।

খ) মা–বাবা, শিক্ষক আমাদের ______________________ ।

গ) ভাই–বোন সকলে যেন______________________ থাকি।

৩. প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখি।

ক) সারাদিন আমি কীভাবে চলব?

উত্তর: ____

খ) কারা গুরুজন?

উত্তর: ____

গ) কাদের আমরা ভালোবাসব?

উত্তর: ____

৪. পরের চরণটি লিখি।

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,

____

আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,

____

৫. গুরুজন সম্পর্কে ১টি করে বাক্য লিখি।

মা : ______________________________

বাবা : ______________________________

শিক্ষক : ______________________________

পড়ি ও নতুন শব্দের নিচে পেনসিল দিয়ে দাগ দিই।

সুখী যেন নাহি হই আর কারও দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়ে থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দিই ফাঁকি।
ঝগড়া না করি যেন কভু কারও সনে,
সকালে উঠিয়া আমি বলি মনে মনে।

৬. নতুন শব্দগুলো লিখি ও পড়ি।

____

____

____

৭. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সামলিয়ে	ফাঁকি	কভু	হেলা	পাঠ

ক) আমরা ______________ শেষ করে খেলতে যাই।

খ) কাজে ______________ দেওয়া উচিত নয়।

গ) ______________ মিথ্যা বলব না।

ঘ) কাউকে ______________ করব না।

ঙ) লোভ ______________ চলতে পারি।

৮. প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখি।

ক) পড়ার সময় আমরা কী করব?

উত্তর : ____________________

খ) কোন কথা আমি বলব না?

উত্তর : ____________________

গ) অন্যের দুঃখে আমরা কী করব?

উত্তর : ____________________

৯. সকালে উঠে আমি মনে মনে কী ভাবি সে সম্পর্কে ৩টি বাক্য লিখি।

____

____

____

____

১০. কবিতার ৪টি লাইন লিখি ও পড়ি।

____

____

____

____

____

রাজা ও তাঁর তিন কন্যা

অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক ছিল রাজা। রাজার ছিল এক রানি। আর ছিল তিন কন্যা। শিমুল, বকুল ও পারুল।

তিন কন্যাকে নিয়ে রাজা–রানির বেশ সুখেই দিন কাটছিল। রাজ্যেও ছিল সুখ আর শান্তি।

রাজা একদিন গল্প করছিলেন। সঙ্গে ছিল রানি আর তিন কন্যা। রাজা তাঁর কন্যাদের জিজ্ঞেস করলেন এক সহজ প্রশ্ন। কে তাঁকে কী রকম ভালোবাসে?

বড় কন্যা শিমুল। সে জবাব দিল প্রথমে। বলল, "বাবা, আমি তোমাকে চিনির মতো ভালোবাসি।" রাজা একটু মুচকি হাসলেন।

মেঝো কন্যা বকুল বলল, "বাবা, আমি তোমাকে মিষ্টির মতো ভালোবাসি।" রাজার মুখে আবার দেখা গেল হাসির রেখা।

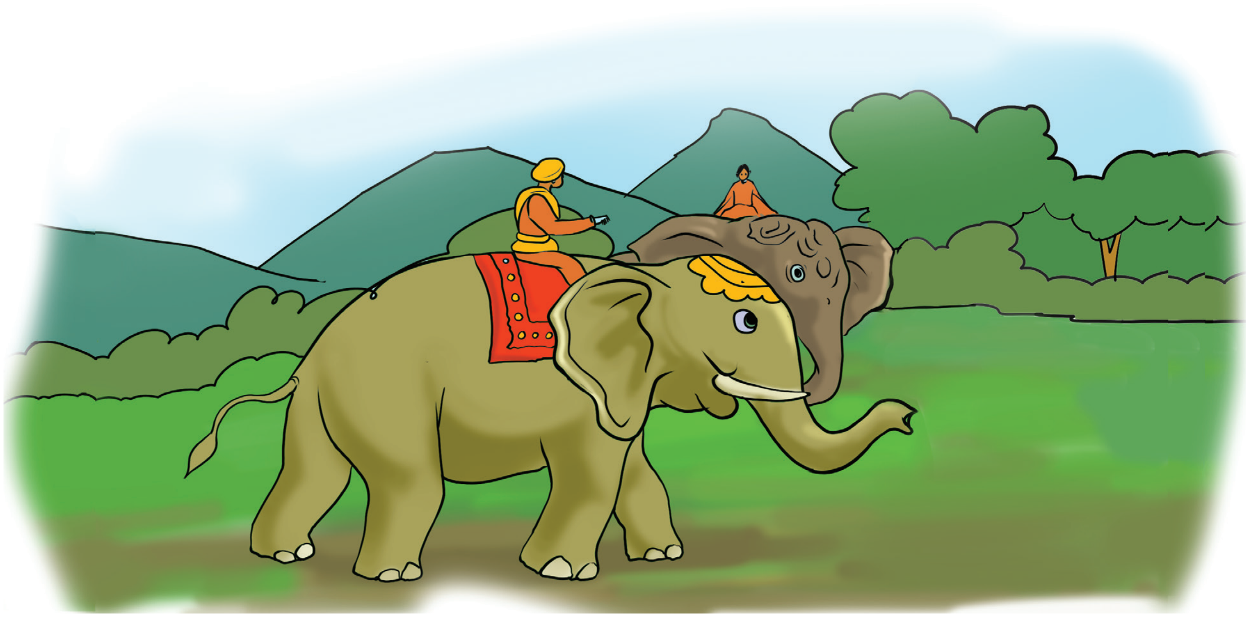

ছোট কন্যা পারুল বলল, “বাবা, আমি তোমাকে নুনের মতো ভালোবাসি।” সঙ্গে সঙ্গে রাজার মুখ হয়ে গেল কালো। রানিও শুনে অবাক। এ কেমন কথা। রাজা বেশ অস্থির। ডাকলেন উজির, নাজির ও সেনাপতিকে।

হুকুম দিলেন, “ছোট কন্যা পারুলকে বনবাসে দাও। তাকে গভীর জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসো।”

রাজার হুকুম বলে কথা। না মেনে উপায় নেই। পরদিন পারুলকে পাঠানো হলো বনবাসে।

গভীর অরণ্য। জন–প্রাণী নেই। পারুল একা বসে আছে। এমন সময় কয়েকজন পরী এলো। পরীরা বলল, “এই বনে তুমি একা কেন?” পারুল সব ঘটনা খুলে বলল। পারুলের দুঃখের কথা পরীরা বুঝতে পারল । রাজার মেয়ে পারুলের জন্য তারা সুন্দর একটা বাড়ি তৈরি করল। পরীরা নানা ফুলের চারা এনে একটা বাগান বানালো। বনের পশুপাখি এলো রাজার মেয়েকে দেখতে। হরিণ এলো, খরগোশ এলো, ময়ূর এলো। তারাও রাজার ছোট মেয়ে পারুলের দুঃখ বুঝতে পারল। তারা পারুলের জন্য এনে দিল নানা ফলমূল। পরীরা এনে দিল মজার মজার খাবার।

গভীর অরণ্যে পারুলের দিন কাটতে লাগল একা একা। মনে তার অনেক দুঃখ। মা নেই । বাবা নেই । বোনেরা নেই ।

একদিন রাজার খেয়াল হলো শিকারে যাবেন। রাজার খেয়াল মানে সহজ কথা নয়। উজির, নাজির, পাইক বরকন্দাজ নিয়ে বেরোলেন শিকারে। শিকারের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছলেন সেই গভীর অরণ্যে। রাজা তখন খুবই ক্ষুধার্ত।

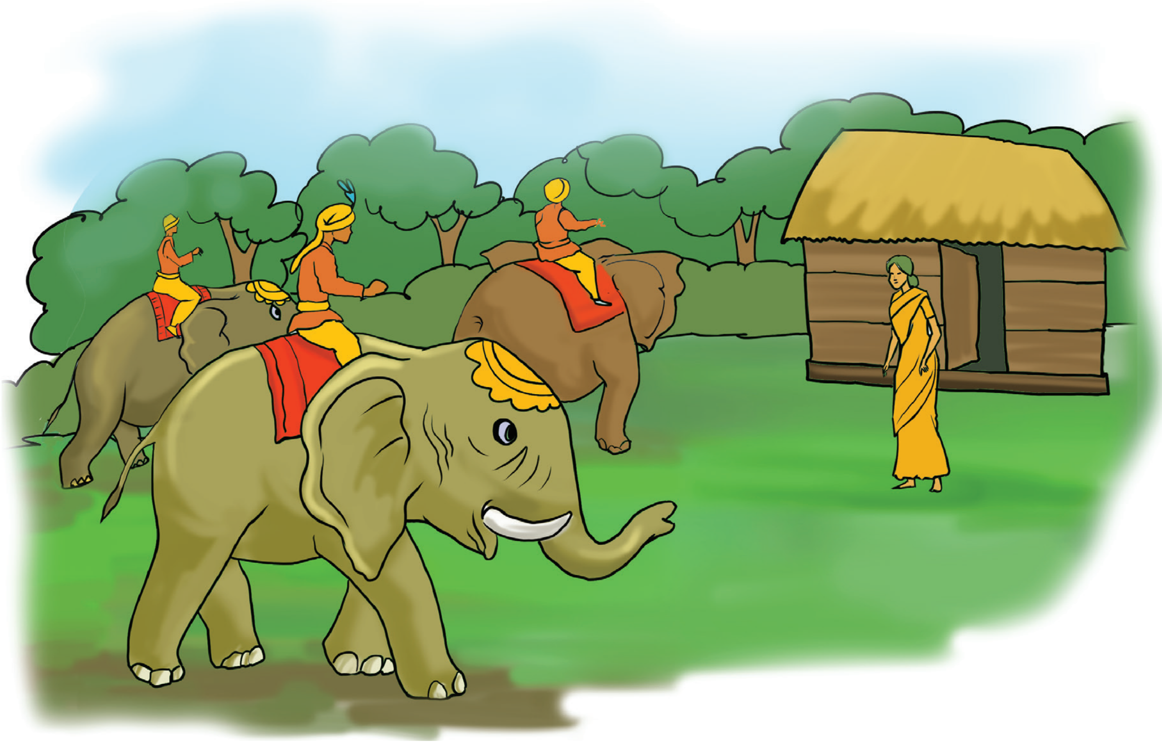

সবাই দূরে দেখতে পেল একটা সুন্দর কুটির। সেই কুটিরে বাস করে এক সুন্দরী কন্যা। রাজার লোকেরা তাকে বলল, “রাজা খুব ক্ষুধার্ত। তিনি খাওয়ার ইচ্ছা জানিয়েছেন।” পারুল বলল,“আপনারা একটু জিরিয়ে নিন।” সে রান্না করল পোলাও, কোরমা ও মাংস। নানা রকমের তরকারি। কিন্তু কোনো কিছুতে একটুও নুন দিল না।

এত রকমের সাজানো খাবার দেখে রাজা খুব খুশি হলেন। তাঁর জিভে এলো জল। রাজা খেতে বসলেন। খাওয়া শুরু করলেন। এটা নেন ওটা নেন। মুখে দিয়ে ফেলে দেন। সুন্দর রান্না তবে বেজায় বিস্বাদ। একটুও নুন নেই কোনো খাবারে। রাজা খুব বিরক্ত হলেন। নুন ছাড়া কি কিছু খাওয়া যায়? পারুল ছিল কাছেই। সে এগিয়ে এলো। বলল, “বাবা, আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমার নাম পারুল। আপনার ছোট কন্যা। আপনি যাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন।”

রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। নিজের আদরের মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর নুন দিয়ে রান্না করা হলো সব খাবার। রাজা মজা করে খেলেন। এবার ফেরার পালা। রাজা তাঁর ছোট কন্যা পারুল আর হাতিঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হলেন। পারুল ফিরে আসায় রাজ্যে সবার মুখে হাসি ফুটল। রানি খুশি হলেন। শিমুল, বকুল তাদের বোন পারুলকে ফিরে পেল। রাজ্যে সুখের সীমা রইল না।

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও খালি জায়গায় শব্দ ও অর্থ লিখি।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
জবাব	উত্তর		
হুকুম	আদেশ		
খেয়াল	ইচ্ছা		
বেজায়	খুব বেশি		
বিস্বাদ	কোনো স্বাদ নেই		

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আগের	বনবাসে	হুকুম	ভুল	হাসি

ক) রাজ্যের সবার মুখে ______________ ফুটল ।

খ) রাজা মেয়েকে ______________ পাঠালেন ।

গ) বাবা কাজটি করতে______________দিলেন।

ঘ) রাজা নিজের ______________বুঝতে পারলেন।

ঙ) অনেক অনেক দিন______________কথা।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই ও লিখি।

শব্দ	যুক্তবর্ণ			
বরকন্দাজ	ন্দ	→	ন	দ
		→		
অস্থির	স্থ	→	স	থ
		→		
রান্না	ন্ন	→	ন	ন
		→		

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই ও পাশের ডানপাশে শব্দের পাশে বিপরীত শব্দ লিখি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
দিন	রাত্রি
প্রশ্ন	উত্তর
দুঃখ	আনন্দ
স্বাদ	বিস্বাদ

শব্দ	বিপরীত শব্দ
প্রশ্ন	
বিস্বাদ	
আনন্দ	
দিন	

৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে খালি জায়গায় লিখি।

ক) রাজার কয়জন কন্যা ছিল?

১. দুই　　২. তিন

৩. চার　　৪. এক

উত্তর :________________________________

খ) রাজার বড় কন্যার নাম কী?

১. শিমুল　　২. পারুল

৩. বকুল　　৪. শিউলি

উত্তর :________________________________

গ) রাজা ছোট কন্যা পারুলকে কোথায় পাঠালেন?

১. স্কুলে　　২. বেড়াতে

৩. অন্য রাজ্যে　　৪. বনবাসে

উত্তর :________________________________

ঘ) ছোট কন্যা পারুল রাজাকে কিসের মতো ভালোবাসে?

১. চিনির মতো　　২. নুনের মতো

৩. গুড়ের মতো　　৪. মিষ্টির মতো

উত্তর :

ঙ) রাজার ছোট কন্যাকে বনের মধ্যে বাড়ি বানিয়ে দিল কারা?

১. বনের পরীরা　　২. বনের পশুরা

৩. রাজার লোকেরা　　৪. বনের পাখিরা

উত্তর :

৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ক) রাজার তিন কন্যার নাম কী কী?

উত্তর :

খ) বনে রাজার মেয়েকে কারা ফলমূল এনে দিল?

উত্তর :

গ) পারুলের রান্না করা খাবার বিস্বাদ হয়েছিল কেন?

উত্তর :

ঘ) মেয়েদের কাছে রাজার প্রশ্নটা কী ছিল?

উত্তর :

ঙ) রাজ্যে আবার সুখ এলো কেন?

উত্তর :

আমাদের গ্রাম

বন্দে আলী মিঞা

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই
একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি,
পিতা–মাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি।

আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ ।
মাঠভরা ধান আর জলভরা দিঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
আমগাছ জামগাছ বাঁশঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পূব দিকে ওঠে
পাখি ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।

১. কবিতার মূলকথা পড়ি।

আমাদের গ্রাম খুবই সুন্দর। ঘরগুলো ছোট ছোট। গ্রামের সব মানুষই আমাদের আপন। গ্রামে অনেকগুলো পাড়া থাকে। সবাই আমরা ভাই-বোনের মতো। একসাথে স্কুলে যাই। একসাথে খেলা করি। আমরা কাউকে হিংসা করি না। মারামারিও করি না। গ্রামের সবার বাবা-মা আমাদের গুরুজন। আমরা তাঁদের আদেশ, নিষেধ মেনে চলি। গ্রাম আমাদের মায়ের মতো। কারণ মা আমাদের জন্য সব করেন। গ্রামও তাই। মাঠে ধান আছে। পুকুরে মাছ। খেতে আরো সব ফসল। সবকিছুই যেন গ্রাম আমাদের জন্য দিয়েছে। সকালের পাখির ডাক, বাগানের ফুটে থাকা ফুল দেখে মন ভরে যায়। গ্রামে থাকার মজাই আলাদা।

২. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও লিখি।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
পাঠশালা	স্কুল		
কভু	কখনো		
ডরি	ভয় করি		
আপন	নিজের		

৩. শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে লিখি ও পড়ি।

গ্রাম – ____________________

আপন – ____________________

সৌভাগ্য – ____________________

বিদ্যালয় – ____________________

৪. কবিতার মূলকথা পড়ে প্রশ্নের উত্তর লিখি ও পড়ি।

ক) আমাদের গ্রামের ঘরগুলো কেমন?

উত্তর : ____________________

খ) গ্রামে কী কী জিনিস আছে?

উত্তর : ____________________

গ) আমাদের গুরুজন কারা?

উত্তর : ____________________

ঘ) আমাদের গ্রাম মায়ের মতো কেন?

উত্তর : ____________________

৫. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আত্মীয়	ঝিকিমিকি	বায়ু	মারামারি	নিষেধ

ক) মা আমাকে রোদে যেতে ____________________ করেছেন।

খ) আজ উত্তর দিক থেকে ____________________ বইছে।

গ) গ্রামের সবাই আমাদের ____________________।

ঘ) আমরা কারো সাথে ____________________ করব না।

ঙ) চাঁদের আলোয় নদীর পানি ____________________ করছে।

৬. কবিতার পরের চরণটি বলি ও লিখি।

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর

পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই

সকালে সোনার রবি পুব দিকে ওঠে

৭. গ্রাম নিয়ে কয়েকটি বাক্য লিখি।

মুল্যায়ন পর্ব–২

নাম :________________ শ্রেণি :____________ রোল নং :__________ শাখা :____________

১. শব্দগুলোর অর্থ লিখি।

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
গুরুজন		হুকুম	
হেলা		বেজায়	
সামলিয়ে		বিস্বাদ	
ফাঁকি		পাঠশালা	
জবাব		ডরি	

২. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সঙ্গে – ____________________

চিন্তা – ____________________

ধাক্কা – ____________________

আপন – ____________________

খেয়াল ____________________

৩. যুক্তবর্ণ দিয়ে দুইটি করে শব্দ লিখি।

যুক্তবর্ণ	১ম শব্দ	২য় শব্দ
জ্ঞা		
চ্ছ		
ন্ত		
দ্ধ		
ক্ষ		

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ক) কুঁজো বুড়ির কুকুর তিনটির নাম লিখি।

উত্তর : ____________________

খ) নাতনি কুঁজো বুড়ির জন্য কী ব্যবস্থা করেছিল?

উত্তর : ____________________

গ) কুঁজো বুড়ি বাঘকে কী বললেন?

উত্তর : ____________________

ঘ) মেয়েদের কাছে রাজার প্রশ্নটা কী ছিল?

উত্তর : ____________________

৫. গ্রাম নিয়ে কয়েকটি বাক্য লিখি।

৬. 'আমার পণ' কবিতাটি লিখি।

অনুশীলন বই
বাংলা
তৃতীয় শ্রেণি

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ কোভিড–১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স (CSSR) প্রজেক্ট